দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 OCT 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৫৭

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল কেলেঙ্কারি !

মোয়াজ্জেমুল হক, *চট্টগ্রাম অফিস*

কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এসএসসি পরীক্ষার ফল সংকলনে আনাড়িপনা, পরীক্ষকদের অসতর্কতা ও গড়পড়তা নম্বর দেয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো এখন বেকায়দায় পড়েছে। একের পর এক সংশোধনী জারির মাধ্যমে ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, কম্পিউটারের মাধ্যমে উত্তরপত্র পরীক্ষা ও ফল সংকলনে পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে '৯৪ সালের প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফল বিবরণীতে শুধু অবিশ্বাস্য নয় হাস্যকর কিছু ঘটনারও অবতারণা করা হয়। মেধা তালিকায় স্থানলাভকারী ছাত্রকেও ফেল বলে দেখানোর মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনাও ঘটেছে। আনাড়ি পরীক্ষক দিয়ে খাতা পরীক্ষা, তাড়াহুড়ো করে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদির কারণে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্র মতে, বর্তমান এসএসসি পরীক্ষায় গণিত বিষয় ব্যতীত অন্য সব বিষয়ে দু'টি প্রশ্নোত্তর অংশ রয়েছে। যার

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক পরীক্ষার

(প্রথম পাতার পর)

একটি নৈর্ব্যক্তিক ও অন্যটি রচনামূলক। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নসমূহের উত্তর মূল্যায়ন কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। আর সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষকগণ করেছেন রচনামূলক উত্তরের মূল্যায়ন। প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলে উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে। কম্পিউটারে অতীত অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে যেমন হয়েছে আনাড়ীপনা তেমনি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অনভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক দ্বারা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে রচনামূলক উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিয়োগ করা হয় সীমিত সংখ্যক পরীক্ষক। হিসাবে দেখা যায়, "যেখানে এক পরীক্ষককে তিন থেকে চার শ' উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হতো সেখানে বেসরকারী শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে এবার প্রতি পরীক্ষককে ছয় শ' থেকে দুই হাজার পর্যন্ত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হয়েছে। তদুপরি বোর্ড চলতি বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ পরীক্ষক নিয়োগ করতে না পারায় অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ ও নতুন পরীক্ষককে নিয়োগ করতে হয়েছিল। এসব কারণে প্রকাশিত ফলে ব্যাপক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

সূত্র জানায়, পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে কুমিল্লা বোর্ডের আওতাধীন ফৌজদার ক্যাডেট কলেজের ফার্স্ট বয় সাইফুর রহমান বাকাউল (রোল নং ১১০৯৩৮) সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান দখল করলেও তাকে চূড়ান্ত ফলাফলে ফেল বলে দেখানো হয়। অবশ্য উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষণের আবেদনের পর বোর্ড কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে একটি সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। একই কলেজের পরীক্ষার্থী রাজীব বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে রচনামূলক অংশে ৫০-এর মধ্যে পেয়েছে ৪২ নম্বর। বাকি ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক অংশে সে পেয়েছে মাত্র ৬। একইভাবে সিলেট ক্যাডেট কলেজের সৈয়দ ইমাদুল ইসলাম ইসলাম ধর্ম বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে ৫০। আর রচনামূলক ৫০ নম্বরে পেয়েছে মাত্র ১৯। এ পরীক্ষার্থী বাংলা বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক অংশে এক শ' ভাগ নম্বর পেলেও ৫০ নম্বরের রচনামূলক অংশে পেয়েছে মাত্র ৯। সবচেয়ে মজার বিষয় ঘটেছে একই কলেজের মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী (রোল নং ১৩৭৪৮০)-এর ক্ষেত্রে। সে ভূগোল বিষয়ের ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক অংশে পেয়েছে ৫০। আর ৫০ নম্বরের রচনামূলক অংশে পেয়েছে দু'টি শূন্য।

সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে ভুক্তভোগী অসংখ্য ছাত্র-অভিভাবক ফলাফল বিবরণীর এসব ঘটনা পুনঃপরীক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সব পরীক্ষার্থীর গণিত ও ধর্মীয় বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ৭ হাজার টাকার ফি জমা দিয়েছে।